আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ৪ নং ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নির্বাচনী সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল ৭ ফেব্রুয়ারী রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার আনন্দধামে নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন ।

এ সময় তিনি বলেন আপনারা প্রথম শ্রেণীর পৌরসভায় বসবাস করেন, আপনাদের নাগরিক সুবিধাসহ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকা প্রতীকে ভোট দিতে হবে। মনে রাখবেন প্রধান মন্ত্রীর আশির্বাদ পুষ্ট হয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তিন তিন বার নির্বাচিত পৌর মেয়র হাসান কাদীর গনুকে নৌকা প্রতীক তুলে দিয়েছেন।

তাই এই পৌরসভাকে মডেল পৌরসভা করতে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। তিনি জিতলে আলমডাঙ্গা পৌরসভা মেগা প্রকল্পে ঢুকবে। নৌকা জননেন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতীক, নৌকা বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুনের প্রতীক, তাই আপনারা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারির পৌর নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে আলমডাঙ্গা পৌরসভার উন্নয়নের যাত্রাকে অব্যাহত রাখবেন।

পৌর মেয়র প্রার্থী হাসান কাদীর গনু বলেন, আপনারা জানেন আমি সম্প্রতি বিভিন্ন রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু করেছি, গত বছরেই এই কাজ শেষ হয়ে যেত। কিন্ত বৈশ্বিক মহামারির কারণে কিছুটা পিছিয়ে গেছে, তার পরও কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও পানির লাইনের কাজ টেন্ডার হয়ে গেছে, ড্রেনের কাজ চলছে। আগামীতে নৌকাকে বিজয়ী করতে পারলে আমি এমপি ছেলুনকে সাথে নিয়ে নতুন মেগা প্রকল্পে ঢুকবো ইনশাল্লা। এর মাধ্যমে আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে মডেল পৌর সভা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব। সভায় সভাপতিত্ব করেন ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি পরিমল কুমার কালু ঘোষ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল, প্রশান্ত অধিকারি, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, এ্যাডঃ বিল্লাল হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী

লীগের সম্পাদক আলাউদ্দিন হেলা, এ্যাড. শামসুজোহা, উপজেলা, আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হামিদুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, আতিয়ার রহমান।
মোল্লা জাফরের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মৎসজীবী লীগের জেলা আহবায়ক শাহাবুল হক, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা স্বপন, শিক্ষক বাবলু মন্ডল, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক হাসানুজ্জামান, সিবাব, পাপ্পু, মাসুম, হাসেম, প্রমুখ।

এর পর আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের অফিস উদ্বোধন করা হয়। এ ছাড়াও ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বন্ডবিল রেলগেটের মোড়ে ৯ নং ওয়ার্ডের সভাপতি শহিদুল হক মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, এ্যাডঃ বিল্লাল হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আলাউদ্দিন হেলা, এ্যাড. শামসুজোহা,

উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মহিদুল ইসলাম মুহিত, হাজী ঠান্ডু রহমান, আবু ডালিম, শাহিন, আশরাফুল হক লুলু, আতিয়ার রহমান, আলম হোসেন, সাবেক অধ্যক্ষ সালাউদ্দিন প্রমুখ।

নার্সের বদলে শরীরে টিকা পুশ করলেন উপজেলা চেয়ারম্যান

চিকিৎসক বা নার্সের পরিবর্তে শরীরে টিকা পুশ করেছেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। ঘটনাটি গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটার

দিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কেন্দ্রে ঘটে।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খান নিজ হাতে তিন জনকে করোনা টিকা প্রদান করে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

তবে এমন দৃশ্যের ছবি এবং ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ছবিতে তার পাশেই নার্স-চিকিৎসকদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল রবিবার বেলা ১১টার দিকে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কেন্দ্রে করোনা টিকা দেওয়া শুরু হয়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বেচ্ছাসেবকেরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে তিন জনের শরীরে টিকা দেন আবদুল মান্নান খান। এ সময় নার্স ও চিকিৎসকেরা তাঁকে সহায়তা করেন।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের টিকা দেওয়ার ছবি ও ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে তাঁকে টিকা পুশ করতে দেখা যায়।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান যে তিন জনের শরীরে করোনার টিকা পুশ করেছেন তাঁরা হলেন- কুমারখালী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মী মোখলেছুর রহমান ও স্থানীয় সাংবাদিক কে এম আর শাহীন।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আকুল উদ্দিন বলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান খান সিরিঞ্জ হাতে ধরে ছিলেন, পুশ করেননি। ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে তিনি টিকা পুশ করছেন- এমন কথা বলার পর তিনি বলেন, ঘটনার সময় আমি ওই কক্ষের বাইরে ছিলাম।

এ ব্যপার আব্দুল মান্নান খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তার সাথে কথা বলা যায়নি।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে টিকা নেওয়ার বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী বলেন, “আমি ভয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলাম। পরে শুনেছি উপজেলা চেয়ারম্যান টিকা পুশ করেছেন।”

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, করোনা

টিকা পুশ করার জন্য নার্সদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোনোভাবেই উপজেলা চেয়ারম্যান এটি করতে পারেন না। কারণ, প্রশিক্ষিত নার্স বা চিকিৎসক ছাড়া অন্য কেউ টিকা প্রয়োগ করলে সমস্যারও সৃষ্টি হতে পারে।

আলমডাঙ্গায় ৬ দোকানে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ৬ দোকান মালিককে জরিমানা করেছেন। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ ১৯৫৬ আইনে ওই দোকানগুলোকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পৌর শহরের কাঁচা বাজার এলাকায় কয়েকটি দোকানে অতিরিক্ত পণ্য মজুদ রাখার ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়েছে।

অভিযানে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ ১৯৫৬ আইনে মানিক স্টোরে ৫ হাজার টাকা, আব্দুল্লাহকে ৪ হাজার, অমল অধিকারীকে ৪ হাজার টাকা, মীর শফিকুল ইসলামকে ২ হাজার, জহুরুল ইসলামকে ২ হাজার, সেন্টু মিয়াকে ১ হাজার টাকা ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯’র ৩৮ ধারায় কাশেম আলীকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

অভিযানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রটের দ্বায়িত্ব পালন করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এসআই সিদ্ধার্থসহ একদল পুলিশ ফোর্স।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিভিন্ন ক্লিনিকে করছে অপারেশন

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অপারেশন অব্যাহত রেখেছেন ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের সেই আলোচিত ডাঃ ফাহিম উদ্দীন। যা, দেখার কেউ নাই। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সচেতন মহল।

সম্প্রতি কোটচাঁদপুরে ডাক্তার ফাহিমের হাতে সিজারিয়ান অপারেশনে দুই প্রসূতির মৃত্যু হয়। এ ছাড়া আরো দুইটি ক্লিনিকে ওই ডাক্তারের দ্বারা একই অপারেশন করে রোগীরা আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এ ঘটনাটি ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এর প্রেক্ষিতে গেল ০২-০২-২১ তারিখে ওই ডাক্তারের অপারেশনে নিষেধাজ্ঞা দেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

এরপরও সংশ্লিষ্টি কর্তাব্যক্তিদের অমান্য করে কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন ক্লিনিকে অপারেশন অব্যাহত রেখেছেন।

এব্যাপারে ডাঃ ফাহিমের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাকে পাওয়া যায়নি। কথা হয় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদের সাথে, তিনি জানান, প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০২-০২-২১ তারিখে জেলা সিভিল সার্জন অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী কোটচাঁদপুর নার্সিং হোম ক্লিনিকের অব্যবস্থাপনায় বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে ডাক্তার ফাহিমের অপারেশনের ত্রুটি থাকায় সকল প্রকার অপারেশনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ওই ডাক্তার ট্রেনিং না করা পর্যন্ত অপারেশন করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। অপারেশন করছেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি সিভিল সার্জনকে অবহিত করা হবে।

আলমডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু

আলমডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের টিকা প্রদান কর্যক্রম শুরু করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ১১টার দিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে হারদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন প্রথম টিকা গ্রহণ করেন।

পরে উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা: হাদী জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ, সাংবাদিক এমদাদ হোসেন, ফাহিম ফয়সালসহ মোট ২১ জন প্রথম দিন করোনার টিকা গ্রহণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী, ডা: লিয়াকত আলী, ডা: সিরাজ উদ্দিন আহম্মেদ, ডা: রাকিব শাহরিয়ার, শেখ ওবাইদুল্লাহ, এসএইএমও মহাসিন আরা মায়া এসএসএন ফাতেমা খাতুন, এসএসএন আনোয়ার খাতুন, সুমিতা পারভীন, ডা: সেলিম রেজা, ডা: সাইফুল ইসলাম, ডা: আবুল কালাম আজাদ, ডা: রাসেদুজাজামান পলাশ, ডা: শারমিন আক্তার, এসএসএন আশমত আরা, আমাতূল বারী ও আলেয়া পারভীন।

টিকা প্রদান কার্যক্রমকালে বক্তাগণ বলেন, কোন গুজবে কান না দিয়ে টিকা গ্রহণ করুন। টিকা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। সবাইকে টিকা নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলুন।

দামুড়হুদায় করোনার টিকা

প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন

গতকাল সকাল ১০টায় ঢাকা মহাখালী স্বাস্থ্য ভবনে ভার্চুয়ালী টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহেদ মালেক। এর মাধ্যমে সারাদেশে একযোগে টিকা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ ধারাবাহিকতায় গতকাল সকালে দামুড়হুদা উপজেলা সাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এ সময় তিনি বলেন টিকা প্রয়োগে দেশের পরিস্থিতি আবারও স্বাভাবিক হবে, আবারো মানুষের কাজের গতি ফিরে আসবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাহাফুজুর রহমান মন্জু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলীসহ দামুড়হুদা উপজেলা স¦◌াস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মচারী ও কর্মকর্তা বৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ। এ সময় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনকালে দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফসহ বেশ কয়েক জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করছেন।

রংবেরঙের ফুলে ছেয়ে আছে কালীগঞ্জের ফুল নগরী

ত্রিলোচনপুর

ফুলের রাজধানী খ্যাত ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ত্রিলোচনপুর গ্রামে বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু হয়েছে জারবেরা ফুলের। ফুলনগরী খ্যাত কালীগঞ্জে নতুন অতিথি এখন জারবেরা ফুল। শুধু জারবেরাই নয় পাশাপাশি গ্লালোডিয়াস, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, লিলিয়াম ও স্ট্রবেরী ফল চাষে নজর কেড়েছে টিপু সুলতানের বাগান।

নিজের প্রায় ১৭ বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন এই ফুলের বাগান। এই অঞ্চলের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানেও পাঠানো হচ্ছে এই ফুল। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, ২১ শে ফেব্রুয়ারি ও পহেলা ফাল্গুগুন এই তিন দিবসকে সামনে রেখে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ফুল বিক্রি করবেন বলে তিনি আশাবাদী।

শুধু ফুল বিক্রিই নয় দূর দূরান্ত থেকে অনেকে এই বাগান দেখতে আসেন। প্রায়ই বিকেলে দর্শনার্থীরা ভিড় জমান ছবি তুলতে আর ফুল কিনতে।

জানা গেছে, ২০১৬ সালের জুন মাসে প্রায় তিন বিঘা জমিতে প্রথম জারবেরা ফুলের বীজ রোপণ করেন ফুলচাষী টিপু সুলতান। বীজ আনা হয় পাশ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে। আর ফুল ক্ষেতের উপর ছাউনি দিতে একই দেশ থেকে আমদানি করা হয় বিশেষ ধরণের পলিথিন। যা তৈরি হয় ইউরোপের দেশ গুলোতে। রোপণের তিন মাস পর গাছে ফুল আসতে শুরু করে। একটি গাছ একাধারে দুই থেকে তিন বছর ফুল দেয়।

চলতি বছর এই উপজেলার ৩৫০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের ফুলের চাষ করা হয়েছে। যে কারণে এ এলাকাটি মানুষের কাছে ফুল নগরী বলে পরিচিত। বিদেশি জাতের এই জারবেরা ফুল লাল, সাদা, হলুদ ও গোলাপিসহ ৮টি বাহারি রঙের হয়ে থাকে। তবে এই ফুলের কোন গন্ধ নেই। বিদেশি জাতের এই ফুলটি ক্ষেত থেকে তোলার পরও ১০ থেকে ১৫ দিন তাজা থাকে। যে কারণে বাজারে এই ফুলের চাহিদা বেশ।

ফুলচাষি টিপু সুলতান জানান, ২০১৬ সালের জুন মাসে পার্শ¦বর্তী দেশ ভারত থেকে বীজ সংগ্রহ করে প্রথম ৯৬ শতক জমিতে রোপণ করি। এরপর তিন মাস পর গাছে ফুল আসতে শুরু করে। বীজ রোপণ, ক্ষেতের চারপাশে বাঁশের বেড়া স্থাপন, উপরের ছাউনি, সার ওষুধ ও শ্রমিক খরচসহ এ পর্যন্ত ৩৩ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এই ফুল পরিচর্যা করার জন্য চারজন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করে। বর্তমানে ১৭ বিঘা জমিতে বিভিন্ন ফুল ও

ফলের চাষ করছেন।

তিনি আরো জানান, গত ছয় মাসে ২০ লক্ষাধিক টাকার ফুল বিক্রি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন দেড় হাজার থেকে ২ হাজার ফুল সংগ্রহ করা যাচ্ছে বাগান থেকে। একটি ফুল ১০ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন এই ফুল ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই এলাকার পরিবহন খাতেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে এই ফুল চাষ। সেন্টমার্টিন ট্রাভেলস লি: এর কালীগঞ্জ এরিয়া ম্যানেজার ইমরান খান জানান ফুল পরিবহন করে সারাবছরই বেশ ভাল টাকা উপার্জন করছে পরিবহন খাত।

ফুলচাষি টিপু সুলতান আক্ষেপ করে বলেন, শত চেষ্টা করেও তিনি ফুল বাগানে বিদ্যুতের সংযোগ নিতে পারেননি। যেকারণে তার ফুল চাষ ব্যাহত হচ্ছে। ফুলগাছে সেচ দিতেও তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

কৃষিবিদ ও কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, জারবেরা ফুল চাষের জন্য এ অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া বেশ উপযোগী। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়। শীত মৌসুমে উৎপাদন বেশি হয়। এছাড়া দেশের বাজারে এই ফুলে দাম ও চাহিদা বেশি। তবে এই ফুল লাভজনক হলেও খরচ বেশি হওয়ায় চাষ করতে পারছে না সাধারণ কৃষকরা।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শিকদার মোহামমদ মোহামেন আক্তার জানান, জার্মান পরিবেশবিদ ডাক্তার ট্রগোট জারবের এর নামানুসারে ফুলটির নামকরণ করা হয়। জারবেরা ফুল চাষের জন্য এ অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া বেশ উপযোগি। টিপু সুলতান একজন সফল ফুল চাষি। তিনি বিভিন্ন ফুল ও ফলের চাষ করেন। তাকে বিভিন্ন সময়ে উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়া হয়।

কালীগঞ্জে করোনার প্রথম

ভ্যাকসিন নিলেন এমপি আনার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে করোনার প্রথম ভ্যাকসিন নিলেন স্থানীয় সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনার। গতকাল রোববার বেলা ১১ টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিনি ভ্যাকসিন গ্রহণ করে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী ঠান্ডু, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সূবর্ণা রানী সাহা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ পারভীন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামিমা শিরিন লুবনা, হাসপাতাল স্বাস্থ্য কমিটির সদস্য মোচিক, শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম রসুল ।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শামিমা শিরিন লুবনা জানান, গতকাল রোববার স্থানীয় সাংসদের শরীরে প্রথম করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এ দিনে কালীগঞ্জের ১৫১ জনকে ভ্যাকসিন পুশ করা হবে। ইতোমধ্যে তাদের হাতে ৯শ ৫৬ ভায়াল করোনা ভ্যাকসিন এসে পৌঁছিয়েছে। প্রতি ভায়াল ভ্যাকসিন থেকে মোট ১০ জনকে দেয়া যাবে।

তিনি আরো জানান, হাসপাতালের অভিজ্ঞ সিনিয়র নার্স ডাক্তারদের মাধ্যমে করোনা ভ্যাকসিন পুশ করা হচ্ছে। টিকা গ্রহণকারীরা আধা ঘন্টা হাসপাতালেই অবস্থান করবেন।

এছাড়াও টিকা গ্রহণকারীদের নিবিড়ভাবে সেবা ও পরিচর্যা করার জন্য হাসপাতালের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে একটি টিম গঠন করা হয়েছে। তারা সার্বক্ষণিক সেবা দিতে প্রস্তুত আছেন।

করোনা ভ্যাকসিন প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ তরুন কুমার দাস, ডাঃ অরুন কুমার দাস, ডাঃ সুলতান আহম্মেদ, ডাঃ খুরশিদ নাজনিন, ডাঃ সম্পা মোদক ও গণমাধ্যমের কর্মীসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

দামুড়হুদায় রাস্তার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর পার্শ্ববর্তী মাঠের রাস্তার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১১ টার সময় উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ হযরত আলীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

জীবননগরে কোভিট -১৯ টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন

জীবননগরে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোভিট-১৯ টিকাদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ১১টার সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আয়োজনে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাস্তবায়নে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডাঃ মাহমুদা খাতুনের টিকাদানের মধে দিয়ে জীবননগরে কোভিট ১৯ টিকাদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ সেলিনা

আখতার, জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম আর বাবু, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের (আর এম ও) ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু,

সাংবাদিক চাষী রমজান, মাজেদুল মিল্টন, সেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদ সহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিনে রেজিষ্ট্রেশনকৃত জীবননগর উপজেলায় ২৩জনকে টিকা প্রদান করা হয়।

পর্যায়ক্রমে জীবননগর উপজেলায় ৩হাজার ব্যাক্তিকে কোভিট -১৯ টিকা প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্ ্েরর কর্মকর্তাগণ।